

145198 - মসজিদে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অনুসন্ধান করা এবং এর ঘোষণা দেওয়া জায়যে নহে

প্রশ্ন

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারিয়ে যাওয়া বস্তু খুঁজতে দেখে, সে যেন তাকে বলে: আল্লাহ তোমাকে এটি ফিরিয়ে না দকি; কারণ মসজিদ এ জন্য নির্মিত হয়নি।” উক্ত হাদীস অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলে এবং সটেরি ঘোষণা না দেয়; বরং ইমাম কথিবা মসজিদে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বিষয়টি জানায় তাহলে কী তারাও নষিধোজ্জাের অন্তর্ভুক্ত হবে? এই নষিধোজ্জাে কী হারানো কছুর সাথে নর্দর্শিট; নাকি মসজিদে সব ধরনের ঘোষণা ও অনুসন্ধানকেও অন্তর্ভুক্ত করে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মসজিদে হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া বা তার পরচিয় তুলে ধরা বধৈ নয়। কারণ মসজিদ এ উদ্দেশ্যে নর্মিতি হয়নি। বরং মসজিদ নর্মিতি হয়েছে আল্লাহর যকিরি প্রতিষ্টির জন্য। সহহি মুসলমি (৫৬৮) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি মসজিদে কাউকে হারানো জনিসিরে ঘোষণা দতিে শুনবে, সে যেন বলে: ‘আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দনে।’ কেননা মসজিদ এ জন্য নর্মিতি হয়নি।”

সহহি মুসলমি (৫৬৯) বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে ঘোষণা দলি: লাল উটটির সন্ধান কে দতিে পারবে?’ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তুমি যনে সটো আর খুঁজে না পাও! নশ্চয় মসজিদ এ উদ্দেশ্যে নর্মিতি হয়নি।”

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: ‘তুমি যনে তা আর খুঁজে না পাও’ এটি তার অবাধ্যতা ও ভুলরে শাস্তিস্বরূপ। যে ব্যক্তি এমন ঘোষণা শুনবে, তার উচতি এটা বলা: ‘তুমি যনে না আর খুঁজে না পাও; নশ্চয় মসজিদ এ উদ্দেশ্যে নর্মিতি হয়নি।’ অথবা বলা: ‘তুমি যনে তা আর খুঁজে না পাও; মসজিদ তো যে উদ্দেশ্যে নর্মিতি হয়েছে, কেবল সে উদ্দেশ্য পূরণরে জন্যই নর্মিতি হয়েছে।’ যমেনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন।”[সমাপ্ত]

ইবনে আব্দলি বার রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“আল্লাহ তা‘আলা মসজদিসমূহ সম্পর্কে বলছেন: এগুলো এমন ঘর, যগুলোকে উঁচু করার ও তাতে তাঁর নাম স্মরণ করার এবং তাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই মসজদিগুলো নর্মিত হয়েছে। সুতরাং যবে উদ্দেশ্যে নর্মিত হয়নি, তা থেকে মসজদিকে পবিত্র রাখা উচিত।”[আল-ইস্তযিকার (২/৩৬৮)]

বাইহাকী ‘আস-সুনান’ (২০৭৬৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়াল্লাহু আনহু মসজদিরে পাশে একটি খোলা জায়গা তরৈকরনে, যার নাম দনে ‘আল-বুতাইহা’। তিনি বলতনে: “যবে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলতে চায়, কবিতা আবৃত্তি করতে চায় বা কলোহল করতে চায়, সে যনে এই খোলা জায়গায় বরৈয়ে যায়।” দেখুন: আল-ইস্তযিকার (২/৩৬৮)।

যবে ব্যক্তি হারানো জনিসিরে ঘোষণা দতি চায়, সে যনে মসজদিরে বাইরে যায়। এমনকি সে যদি একটি কাগজে লখি মসজদিরে বাইরেরে দয়োলো ঝুলিয়ে দেয়, তাতোও কোনো অসুবধি নহে।

আর যদি কারো জনিসি মসজদিরে ভতেরে হারিয়ে যায় এবং সে ইমাম, মুয়াজ্জনি বা কর্মচারীকে গোপনে জানায়, যাতো যনি জনিসিটি পয়েছেন তনি মালকিরে কাছে পটৌছে দতি পারনে, তাতো কোনো সমস্যা নহে, যদি বিষয়টি তাদরে মধ্যই সীমাবদ্ধ থাকে।

শাইখ ইবনে বায রাহমাহুল্লাহ বলেন:

‘হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া বা ক্রয়-বক্রয়েরে জন্য মসজদি নর্মিত হয়নি। বরং তা নর্মিত হয়েছে আল্লাহর ইবাদত, নামায, যকিরি, ইলমেরে মজলসি ইত্যাদিরে জন্য।

যদি মসজদিরে বাইরেরে দয়োলো বা বাইরেরে দরজায় কাগজ লখি ঝুলানো হয়, তবো তাতো অসুবধি নহে। কিন্তু ভতেরে ঝুলানো উচিত নয়। কারণ তা কথা বলার মতো হয়ে যায় এবং মানুষকে কাগজ পড়ায় ব্যস্ত করে দতি পারে।

অতএব, আমাদরে কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, মসজদিরে ভতেরে কাগজ ঝুলানো জায়যে নয়। কারণ এর অর্থই হলো হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া। তবো যদি মসজদিরে পছেনরে বাইরেরে দয়োলো বা মসজদিরে বাইরে দরজায় লখো হয়, তবো তাতো কোনো সমস্যা নহে।”[সংক্ষপেতি][ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব (২/৭০৯)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘যহেতু আল্লাহ মসজদিকে নজিরে দকি সম্বন্ধযুক্ত করছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজদিকে তাঁর রবেরে দকি সম্বন্ধযুক্ত করছেন, আর আল্লাহ এগুলোকে মর্যাদা দিচ্ছেন, তাই এগুলোর সম্মান, বধিান ও মর্যাদা রয়ছে।

মসজদিরে বধিানরে অন্তর্ভুক্ত হলো: এতবে ক্রয়-বক্রয় করা জায়যে নয়, তা কম হোক বা বেশি হোক। তমেনি হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া যাবে না। কটে যদি এসে বলে: আমার অমুক জনিসি হারিয়ে গেছে, যমেন: টাকা-পয়সার থলে, এটি



হারাম; জায়যে নয়। এমনকি যদি প্রবল ধারণা হয় যে তা মসজিদেই চুরি হয়েছে, তবুও নয়। তুমি বলবে না: আমি কীভাবে তা উদ্ধার করব? বরং মসজিদে দরজার বাইরে বসে বলুন: আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দনি, আমার অমুক জনিসি হারিয়ে গেছে। ভাইরো, মূল কথা হলো মসজিদকে সম্মান করা আবশ্যিক।” [সংক্ষিপ্তেতি] [শরহু রিয়াদসি সালহীন (পৃষ্ঠা ২০১৪)]

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“মসজিদে দরজার বাইরে নরিদ্ষিট স্থানে বজিঞপ্তি টাঙানো যেতে পারে, যাত লোকেরো তা জানতে পারে।” [সমাপ্ত] [ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দায়মি (৫/২৭৫)]

দুই:

মসজিদে হারানো জনিসি খোঁজার ব্যাপারে যে নষিধোজ্ঞা এসছে সটো সব ঘোষণা বা উচ্চবাচ্চরে ব্যাপারে সাধারণ। তবে যদি তা আনুগত্য ও সংকাজরে আহ্বান সংক্রান্ত হয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নই।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“মসজিদসমূহকে অথবা এর কোনো অংশকে কথিবা মসজিদে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাইরের আঙনিকে নোটশি, প্রচারপত্র, বজিঞপন বোর্ড ও বাণজ্যিকি বজিঞপন প্রদর্শনের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা জায়যে নয়; চাই তা স্কুলের হোক, কারখানার হোক, প্রতিষ্ঠানের হোক কথিবা অন্য কিছুই হোক। কারণ মসজিদ মূলত নরিমতি হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য। যমেন নামাজ, যকিরি, দ্বীনি জ্ঞান শখো ও শখোনো, কুরআন তলিওয়াত করা এবং এ জাতীয় দ্বীনি কাজেরে জন্য।

অতএব, মসজিদকে এসব বিষয় থেকে পবতির রাখা আবশ্যিক, এর মর্যাদা রক্ষা করা জরুরি এবং মানুষকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত না করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে যা তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বচিযুত করে এবং আখরিতরে প্রতি মনোযোগে নষ্ট করে।” [ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দায়মি (৫/২৭৬-২৭৭) থেকে সংক্ষিপ্তেতি]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: একটি মসজিদে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, প্রতি বৃহস্পতিবার যারা রোযা রাখতে চান তাদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা আছে। এর হুকুম কী?

তিনি উত্তরে বলেন: “এই ঘোষণা দিতে কোনো সমস্যা নই; কারণ এট কল্যাণেরে দকি আহ্বান। এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বক্রয় নয়। হারাম হলো বচোকনো করা, ভাড়া দেওয়া বা ভাড়া নেওয়ার ঘোষণা দেওয়াসহ আরো যসেব কাজেরে জন্য মসজিদ নরিমতি হয়নি সেগুলো করা। কল্যাণেরে দকি আহ্বান করা, মানুষকে খাবার খাওয়ানো ও সদকা সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার



ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই।”[সমাপ্ত]

তাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘মসজিদে কিছু বজিঐপ্তি টাঙানোর বধিান কী? যমেন: হজ বা উমরার কাফলোর বজিঐপ্তি বা কোনও বয়ান বা দারসরে বজিঐপ্তি।’

তিনি উত্তরে বলেন: “যা আনুগত্য সংক্রান্ত ঘোষণা, তাতে কোনও সমস্যা নেই। কারণ আনুগত্য আল্লাহর নকৈট্য অর্জনের মাধ্যম। আর মসজদিগুলো আল্লাহর আনুগত্যরে জন্যই নরিমতি।

আর যা দুনিয়াবি বিষয়সংক্রান্ত, তা জায়যে নয়। বরং তা মসজদিরে বাইররে দয়োলো ঘোষণা করা যাবে। যমেন: হজ্জরে কাফলো একটি দুনিয়াবি বিষয়; তাই আমরা এটাকো মসজদিরে ভতেরে ঘোষণা দেওয়ার পক্ষপাতী নই।

আর যকিরিরে মজলসি তথা ইলমি কের্স এগুলো নখিদ নকৌর কাজ, তাই এগুলোর ঘোষণা মসজদিরে ভতেরে দেওয়া যতে পারে। কারণ এগুলো নকৌর কাজ।”[শরহু মানযুমাতলি কাওয়াদি আল-ফকিহয়িয়া (পৃ. ৫২) থকে সংক্ষপেতি]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।